তারিখ ···· 3 APR 2009 ···
পৃষ্ঠা ···· ১৭ কলাম ···· ৮ ·····

দৈনিক
ইনকিলাব

কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ প্রসঙ্গে

দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে জরিপ শুরু হয়েছে। সরকারের তালিকাভুক্ত হলে মাদ্রাসাগুলো সরকারী সহযোগিতা পাবে। বুধবার রাজধানীতে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ শীর্ষক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দানকালে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এ তথ্য প্রকাশ করেন। আইনমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়বে। তাই সরকার কওমী মাদ্রাসাসহ সব মাদ্রাসাকে একটি নীতিমালার অধীনে আনার জন্য কাজ করছে। ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ রোধ করতে মাদ্রাসার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ দূর করতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ সকলকে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে আইনমন্ত্রী আরো বলেন, ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ধর্মকে ব্যবহার করে যে সন্ত্রাসবাদ চলছে তা ধর্মবিরোধী কাজ। ধর্মের বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে কেউ যাতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ইসলামসহ সব ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা জনগণের সামনে তুলে ধরতে তিনি ইমাম, মাদ্রাসা শিক্ষকসহ সব ধর্মীয় নেতার প্রতি আহ্বান জানান। সে সাথে কওমী মাদ্রাসাগুলোকে 'জঙ্গীবাদের প্রজনন কেন্দ্র' বলে আখ্যায়িত করে আইনমন্ত্রী জানান, 'আধুনিক শিক্ষার বদলে কওমী মাদ্রাসায় মনগড়া শিক্ষা এবং ইসলামের প্রকৃত পথ না দেখিয়ে কূপমণ্ডূকতা চর্চা করাতেই এসব মাদ্রাসা থেকে জঙ্গী তৈরী হচ্ছে। সরকার দেশ থেকে জঙ্গীবাদ নির্মূলে উদ্যোগ নেবে। সেজন্য সব মাদ্রাসাকে একই কাঠামো এবং রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা নেয়া হবে।' দেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ও বিস্তারের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে আইনমন্ত্রী '৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, '৭৫-পরবর্তী সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন সংশোধনী এনে '৭২-এর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে নস্যাৎ করার ফলে এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার পর ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে। তিনি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগও করেন।

জঙ্গীবাদ সারা বিশ্বের জন্য মাথাব্যথার কারণ হলেও নৈতিক ও অগ্রসর সমাজ গঠনে নিবেদিত ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। দূরতম সম্পর্কও নেই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গোটা পৃথিবীতে স্বীকৃত ও কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক অনুসৃত ধর্ম ইসলামের সাথে জঙ্গীবাদের। যুগোপযোগী ও আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষাঙ্গন কওমী মাদ্রাসাগুলো এ পর্যন্ত কোন সরকারই স্বীকৃতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নেয়নি। তাছাড়া মাঝেমধ্যে একশ্রেণীর মিডিয়ার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কপোলকল্পিত আবিষ্কার ছাড়া এ পর্যন্ত কোন মাদ্রাসায় জঙ্গীবাদের আলামত খুঁজে পাওয়া যায়নি। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ যদি সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মত অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের চেষ্টা চালায়, সে দায় কোন মাদ্রাসা নিতে পারে না। মাদ্রাসার মত নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর সে দোষ চাপানোও সমীচীন নয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আইনমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ বস্তুনিষ্ঠতার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা অথবা নিরপেক্ষতার গণ্ডি লঙ্ঘন করেছে কিনা তা পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্লেষণের বিষয়। তবে বাস্তবতা হলো জঙ্গীবাদের সাথে যোগসূত্র রচনা করে দেশের হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও অভি[illegible] কোন বিবেচনাতেই সঠিক ও যৌক্তিক বলে মেনে নেয়া যায় না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতার চেতনাকে দৃঢ়ভাবে লালনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাই সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার আদর্শ শিক্ষাঙ্গন। নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুনাগরিক উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে আলিয়া মাদ্রাসাসহ কওমী মাদ্রাসাগুলোরও রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেম, কর্তব্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব পালন, ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এদেশের মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত অপপ্রচার, বিভ্রান্তি, কুৎসা ও কাল্পনিক গালগল্প উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়ানো হয়েছে তা বোধকরি অন্য কোন বিষয়ে করা হয়নি।

জাতি গঠনে শতাব্দী প্রাচীন মাদ্রাসাগুলোর যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও অতীতে বিভিন্ন সময়ে যথাযথ সরকারী সাহায্য-সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ থেকেও সেগুলো হয়েছে বঞ্চিত। কওমী মাদ্রাসাগুলো দীর্ঘদিন ধরে সরকারী স্বীকৃতির জন্য দাবী জানিয়ে এলেও সেদিকে কর্ণপাত করা হয়নি। আর প্রোপাগাণ্ডার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে মিথ্যাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলেন অনেকে। উল্লেখ্য, কাজী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েট পাসদের নিয়োগের বিধান রেখে ইতোমধ্যে আইন মন্ত্রণালয় ইসলাম পরিপন্থী পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। কওমী মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে কারো রাজনীতি করার প্রবণতা থাকলে বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই সেই প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত কিংবা প্রতিহত করতে হবে। কেননা, এ জাতীয় প্রবণতার দায়-দায়িত্ব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নিতে পারেন না। অব্যাহত অপপ্রচার সম্পর্কেও মাদ্রাসাগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদিকে ঢালাওভাবে কওমী মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদের অপপ্রচারের পরিণতি যে মারাত্মক হতে পারে তা সবাইকে বুঝতে হবে। কেননা এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।